গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
চট্টগ্রাম।

ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহন করার লক্ষে গঠিত টাস্ক ফোর্স সভার কার্য বিবরনী।

সভার স্থান	:	চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ, চট্টগ্রাম।
সভার তারিখ	:	১৫ই মে, ২০০০ইং, রোজ: সোমবার।
সভার সময়	:	সকাল ১১:০০ ঘটিকা।
সভার সভাপতি	:	জনাব দীপংকর তালুকদার, এম.পি চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স।

সভায় উপস্থিত সদস্যগনের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক'তে দেখানো হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি অদ্যকার সভার আলোচনায় অংশ গ্রহন ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানান। অতঃপর তিনি সভার কাজ আরম্ভ করার জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও সদস্য-সচিবকে অনুরোধ জানান। সদস্য-সচিব তাঁর বক্তব্যে বলেন যে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে ২০ দফা প্যাকেজের অনেক দফা পূর্ন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে এবং কিছু দফা সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পূন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০ দফার বেশ কিছু দফা সফলতার সাথে পূর্ন বাস্তবায়িত হওয়ায় কমিটির পক্ষ হতে এবং সদস্য-সচিব হিসেবে তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

অতঃপর সদস্য-সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান ও কমিটির সদস্যকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানান। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়ারম্যান জনাব বীর বাহাদুর এম.পি তাঁর বক্তব্যে সংশ্লিষ্ট সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে টাস্ক ফোর্সের কার্য সুন্দরভাবে সম্পাদন করার আহবান জানান।

বিগত সভায় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি না আসায় এ সভায় যোগদানের জন্য গত সভায় অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু অদ্যকার সভায় কোন প্রতিনিধি আসেননি। পর পর দুইটি সভায় মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় কোন কোন ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হচ্ছে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। এমতাবস্থায় পরবর্তী সভায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রেরনের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান হলো।

কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সদস্য-সচিব গত ১৪-৩-২০০০ইং তারিখে অনুষ্ঠিত টাস্ক ফোর্স সভার কার্য বিবরনী সভায় পড়ে শুনানো এবং সে মোতাবেক ফলো আপ বিষয়ে বর্ণনার জন্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে অনুরোধ জানান। অতঃপর জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি বিগত ১৪-৩-২০০০ইং তারিখের টাস্ক ফোর্স সভার কার্য বিবরনী সভায় পড়ে শুনান এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা অনুমোদিত হয়। অদ্যকার

সভার আলোচ্য সূচী মোতাবেক নিম্নোক্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। রেশন পরিবহনের বকেয়া অর্থ পরিশোধ প্রসংগে ঃ-

আলোচনা ঃ-

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, রেশন-পরিবহনের বকেয়া অর্থ বাবদ চাহিত ২৪,৮৭,৬৩৭.১৮ বরাদ্দের জন্য মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখা হলেও এখনো বরাদ্দ পাওয়া যায়নি বা কোন জবাব পাওয়া যায়নি। মন্ত্রণালয়ের কোন প্রতিনিধি অদ্যকার সভায় উপস্থিত না থাকায় অগ্রগতি জানা সম্ভব হলো না।

সিদ্ধান্ত ঃ- আগামীতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে টাস্ক ফোর্সের সভায় উপস্থিত থাকতে পুনঃ অনুরোধ করা হলো।

বাস্তবায়ন ঃ- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

২। বসত ভিটা/জমি ফেরৎ প্রদান ঃ-

আলোচনা ঃ-

(ক) জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, ২টি মামলার মধ্যে ১টি উপজাতীয় ব্যক্তির জমি হতে ১০টি অ-উপজাতীয় পরিবারকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অপর মামলাটি ক্ষতি পূরণের অর্থ ব্যতিরেকে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দিঘীনালা সভাকে অবহিত করেন।

(খ) ৪টি মামলা বন বিভাগ কর্তৃক বাগান সৃজন করায় অন্যত্র সমপরিমান জমি বন্দোবস্তির লক্ষে আবেদন দাখিল করতে বাদীকে পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু বাদী হতে এখনো এরূপ কোন আবেদন পাওয়া যায়নি। অবশিষ্ট ৩টির এখনো শুনানী চলছে।

সিদ্ধান্ত ঃ- ৭টি মামলা সত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খাগড়াছড়ি /উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দিঘীনালা।

(গ) বিগত সভা হতে অদ্যকার সভা পর্যন্ত উপজেলা ভিত্তিক ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির হার নিম্নরূপ ঃ-

উপজেলা	ভূমি বিরোধ	নিষ্পত্তি	অনিষ্পন্ন	মন্তব্য
মানিকছড়ি	২	১	১	-
মাটিরাংগা	২৫	৫	২০	
পানছড়ি	৬৬	৮	৫৮	
দিঘীনালা	৮৬	১৭	৬৯	২৮টি রাবার বাগান সংক্রান্ত।
সদর	৬০	-	৬০	৬০টি রাবার বাগান সংক্রান্ত।
রামগড়	৩	-	৩	
মোট	২৪২	৩১	২১১	৮৮টি রাবার বাগান সংক্রান্ত।

মানিকছড়ি উপজেলায় ২টি মামলার মধ্যে ১টি সীমানা বিরোধ সংক্রান্ত অন্য মামলাটি কাগজপত্র দাখিলের জন্য সময় চাওয়া হয়েছে। সীমানা বিরোধের মামলাটি নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে উপজেলা নির্বাহী

চলমান পাতা-৩

কর্মকর্তা, মানিকছড়ি সভাকে অবহিত করেন। মাটিরাংগা উপজেলার ২৫টির মধ্যে ৫টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২০টি মামলা আগামী ১ মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টা নিতে হবে। পানছড়িতে ৬৬টি ভূমি বিরোধের মধ্যে ৮টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পানছড়ি জানান যে, ২২টি পরিবারের জমির উপর ৮টি আনসার পোষ্ট রয়েছে। সরেজমিনে আমিন, কানুনগো পরিদর্শন করেছেন। সদস্য-সচিব বলেন যে খাস জমির উপর শরনার্থীগন ইতোপূর্বে দখলে ছিলেন বলে দাবী করেছেন। বিষয়টি রিজিয়ন কমান্ডার খাগড়াছড়ি অনুগ্রহ করে দেখবেন মর্মে মন্তব্য করেন। সদস্য-সচিব আরো বলেন যে, এতদবিষয়ে একটি কমিটি করে দেয়া যেতে পারে। যারা বিষয়টি তদন্ত করে আগামী সভায় জানাবেন।

কমিটি ঃ-

১।	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা	-	আহবায়ক
২।	রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৩।	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পানছড়ি	-	সদস্য
৪।	আনসার এর একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য

তদন্তকালে এ কমিটি সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, হেডম্যান, কারবারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পানছড়ি জানান যে, অবশিষ্ট ৫৮-২২= ৩৬টি মামলার শুনানীর পর্যায়ে রয়েছে। সদস্য-সচিব পারতপক্ষে দশ দিনের বেশী ব্যবধানে শুনানীর তারিখ ধার্য না করতে পরামর্শ দেন। দিঘীনালা উপজেলায় ৮৬টি মামলার মধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক ১২টি এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) কর্তৃক ৫টি মামলা (মোট ১৭টি) মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬৯টি মামলার মধ্যে ২৮টি রাবার বাগান সংক্রান্ত এবং উক্ত বিষয়ে রীট পিটিশন মামলা রয়েছে। অবশিষ্ট ৪১টি মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী ২ মাসের মধ্যে উক্ত মামলাগুলি নিষ্পত্তি করতে তাঁর দুই মাসের মত সময় লাগতে পারে। সদর উপজেলায় ৬০টি মামলা রাবার বাগান সংক্রান্ত, রীট পিটিশন থাকায় নিষ্পত্তিযোগ্য নয়। রামগড় উপজেলায় ৩টি মামলার মধ্যে ১টি উচ্চাদালতে এবং ২টি জেলা প্রশাসনের নিকট উচ্ছেদের জন্য রয়েছে। জেলা প্রশাসককে অবিলম্বে উচ্ছেদ কার্যক্রম সম্পূর্ন করার মাধ্যমে উক্ত ২টি মামলা নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত ঃ- অনিষ্পন্ন ভূমি বিরোধগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

বাস্তবায়নে ঃ- অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) / সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

৩। হালের গরু ক্রয়ের আবেদন নিষ্পত্তি ঃ-

আলোচনা ঃ-

সভাপতি জানান যে, মাটিরাংগা উপজেলায় ২২-১১-৯৯ইং পর্বে দাখিলকৃত ৩২টি হালের গরু ক্রয়ের আবেদন অদ্যকার সভায় পনঃ দাখিল করা হয়েছে। রামগড় উপজেলায় একই ধরনের ২৫টি মাটিকছড়ি উপজেলায় ১৯টি এবং পানছড়ি উপজেলায় ৩০টি সর্বমোট ১০৬টি হালের গরু ক্রয়ের আবেদন অনিষ্পন্ন রয়েছে। এক উপজেলার শরনার্থী অন্য উপজেলায় জমির মালিক বিধায় নিষ্পত্তি বিলম্বিত হচ্ছে।

চলমান পাতা-৪

উল্লেখ্য ২২-১১-৯১ইং তারিখের পূর্বে আবেদন করলেও টাস্ক ফোর্স সভার সিদ্ধান্ত মতে আর কোন আবেদন গ্রহন করা যাবে না বিধায় ১০৬টি আবেদন নিষ্পত্তি করা যায়নি। উক্ত ১০৬টি আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ২০ দফার সাথে সংগতিপূর্ন হলে তাদেরকে হালের গরু ক্রয়ের অর্থ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

(খ) সদর উপজেলায় ১২টি হালের গরু ক্রয়ের আবেদনের মধ্যে ৪টির টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ৭টি নথিজাত করা হয়েছে। ১টি প্রক্রিয়াধীন আছে। দীঘিনালা উপজেলার ৯৮টি আবেদনের মধ্যে ৭৪জনকে টাকা বিতরন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৪টিআবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।

(গ) দিঘীনালা উপজেলার যাচাই বাছাইকৃত ৩৬টি হালের গরু ক্রয়ের আবেদন ২০ দফার ৫ নং অনুচ্ছেদ মতে ব্যবস্থা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সংশ্লিষ্ট সকল ইউ এন ও জানান যে, আবেদনগুলি সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে করা হয়ে থাকলেও থানা ভিন্ন হবার কারনে যথাস্থানে পৌঁছতে কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত :- ২২-১১-৯১ইং তারিখের পূর্বে দাখিলকৃত আরো ১০৬টি আবেদন যাচাই বাছাই করে ২০ দফা প্যাকেজের সাথে সংগতিপূর্ন হলে হালের গরু ক্রয়ের টাকা প্রদান করতে হবে।

(খ) অনিষ্পন্ন ২৫টি (সদর-১টি, দিঘীনালা-২৪টি) হালের গরুর টাকা সংক্রান্ত আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

(গ) দিঘীনালা উপজেলার ৩৬টি আবেদন ২০ দফা মতে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাস্তবায়নে :- সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

৪। রাবার বাগান :-

আলোচনা :-

রাবার বাগানের বিষয়ে দিকনির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হলেও অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য এতদবিষয়ে জনৈক কিশোর মোহন ত্রিপুরা ও অন্য দুইজন কর্তৃক হাইকোর্টে রীট পিটিশন নং-৪০১১/৯১ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি এখন সার্বজুডিস।

সিদ্ধান্ত :- বিচারাধীন রীট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত করণীয় কিছু নাই।

৫। ফ্লিজল্যান্ড ভোগকারীগনকে হালের গরু ক্রয়ের টাকা প্রদান :-

আলোচনা :-

সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, মহালছড়ি সভাকে জানান যে, মহালছড়ি উপজেলায় ৪টি আবেদন যথাযথ না হওয়ায় ৪টি আবেদনই বাতিল করা হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, পানছড়ি জানান যে, পানছড়ি উপজেলায় ৬টি আবেদনের বর্ণনা মতে তাদের জমি মহালছড়ি উপজেলায় অবস্থিত,

চলমান পাতা-৫

ক্লিজল্যান্ডের জমি বাৎসরিক নবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত :- (ক) পানছড়ি উপজেলায় ৬(ছয়)টি হালের গরুর প্রস্তাবের আবেদনে ক্লিজল্যান্ডের সংশ্লিষ্ট জমি হালনাগাদ নবায়ন করা আছে কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রাপ্যতা সাপেক্ষে টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে :- উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পানছড়ি।

৬। অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ :-

আলোচনা :-

যাচাই বাছাই করে তিন পার্বত্য জেলার অভ্যন্তরীণ উপজাতীয়/অ-উপজাতীয় উদ্বাস্তুর থানাওয়ারী পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :-

(ক) রাংগামাটি পার্বত্য জেলা :-

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপজাতীয় পরিবার	অ-উপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
১।	রাংগামাটি সদর	৩,৭২৩	-	৩,৭২৩
২।	কাপ্তাই	২৯৭	১৩	৩০৯
৩।	জুরাছড়ি	৪,৫৫৩	-	৪,৫৫৩
৪।	কাউখালী	২,৫৯৮	২,৫৬৮	৫,১৬৬
৫।	বাঘাইছড়ি	৬,৪৩৯	১,২৮১	৭,৭২০
৬।	রাজস্থলী	১৬৫	৫৯	২২৪
৭।	লংগদু	৭,২৫৩	৭,৪৬৩	১৪,৭১৬
৮।	বিলাইছড়ি	১,৬৫৯	২০৩	১,৮৬২
৯।	নানিয়ারচর	২,৮৯৫	১,৬৩৬	৪,৫৩১
১০।	বরকল	৫,৭০৯	২,২৯৪	৮,০০৩
১১।	রাংগামাটি পৌরসভা	৩০৪	-	৩০৪
	মোট	৩৫,৫৯৫	১৫,৫১৬	৫১,১১১

(খ) বান্দরবান পার্বত্য জেলা :-

১।	বান্দরবান সদর	১,৯০৬	-	১,৯০৬
২।	রোয়াংছড়ি	১,৮০০	১০	১,৮১০
৩।	লামা	৫৯১	১৭৬	৭৬৭
৪।	আলীকদম	১,১৫৩	৮১	১,২৩৪
৫।	থানচি	৯০	-	৯০
৬।	রুমা	১,৬৪৮	০২	১,৬৫০
৭।	নাইক্ষ্যংছড়ি	৩৭৮	-	৩৭৮
৮।	বান্দরবান পৌরসভা	৪৭৭	-	৪৭৭
	মোট	৮,০৪৩	২৬৯	৮,৩১২

(গ) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা :-

১।	খাগড়াছড়ি সদর	৮,১২৬	৮৭৬	৯,০০২
২।	লক্ষীছড়ি	২,০৮৫	১২১	২,২০৬
৩।	মানিকছড়ি	১,৯২৫	৩,১২২	৫,০৪৭
৪।	মহালছড়ি	৪,৬৫৯	১,০৩৬	৫,৬৯৫
৫।	পানছড়ি	৮,০৯৬	১,৮০০	৯,৮৯৬
৬।	রামগড়	৩,৫৪১	২,৭৫৫	৬,২৯৬
৭।	দিঘীনালা	১১,১৮৯	৩,৮৫৮	১৫,০৪৭
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	উপজাতীয় পরিবার	অ-উপজাতীয় পরিবার	সর্বমোট পরিবার
৮।	মাটিরাংগা	৬,২৪৯	৭,৮০২	১৪,০৫১
৯।	খাগড়াছড়ি পৌরসভা	৭০০	১,০০১	১,৭০১
	মোট	৪৬,৫৭০	২২,৩৭১	৬৮,৯৪১
	সর্বমোট	৯০,২০৮	৩৮,১৫৬	১,২৮,৩৬৪

সভায় বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নোরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

সিদ্ধান্ত ঃ-(১) প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় উদ্বাস্তু ফরম ও তালিকা সংরক্ষন করতে হবে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, টাস্ক চেয়ারম্যান ও সদস্য-সচিব ও সকল সদস্যকে তালিকার সত্যায়িত কপি প্রেরন করতে হবে (ফটো কপি)।

(৩) ফটো কপির ব্যয়ভার উপজেলার উদ্বাস্তু সংক্রান্ত সাধারন আনুষাংগিক খাত হতে মিটানো হবে

Objectionable

(৪) সভায় ৯০,২০৮টি উপজাতীয় এবং ৩৮,১৫৬টি অ-উপজাতীয় উদ্বাস্তু পরিবারকে অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু হিসেবে নির্দিষ্টকরন করা হয় এবং নিম্নোবর্ণিত ৪টি প্যাকেজ সুবিধা ঘোষনা করার প্রস্তাব ~~সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়~~।

(ক) প্রতিটি উদ্বাস্তু পরিবারকে এককালীন অনুদান বাবদ-১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা প্রদান করা যেতে পারে।

(খ) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট হতে অস্ত্র বিরতির পূর্ব দিন পর্যন্ত (১০-৮-৯২ইং) যে সকল উদ্বাস্তু পরিবারের (I) ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋন রয়েছে তা সুদ সহ মওকুফ করা যেতে পারে।

(II) ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকার উপরের ঋন সমূহের কেবলমাত্র সুদ মওকুফ করা যেতে পারে।

(গ) উদ্বাস্তুদের নিজ মালিকানাধীন জমি সংক্রান্ত বিরোধ ভূমি কমিশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যেতে পারে।

(ঘ) আয় বর্ধন কর্মসূচীর জন্য একটি থোক বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে। উক্ত বরাদ্দ হতে তফসীলি ব্যাংকের মাধ্যমে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডের জন্য সহজ শর্তে দীর্ঘ মেয়াদী ঋন প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

৭। ভূমিহীন পরিবারকে গাভীক্রয়ের টাকা প্রদান ঃ-

আলোচনা ঃ-

পানছড়ি উপজেলায় ৯টি পরিবার, সদর উপজেলায় ১টি পরিবারকে গাভীক্রয়ের অর্থ বিতরন করা হয়েছে। দিঘীনালা উপজেলায় ১ পরিবারের টাকা পাওয়ার যোগ্য নয়। সদর উপজেলায় ২টি পরিবারের হদিস না পাওয়ায় অর্থ বিতরন করা সম্ভব হচ্ছে না।

চলমান পাতা-৭

সিদ্ধান্ত :- সদর উপজেলার অবশিষ্ট ২টি পরিবারের হদিস না পাওয়া সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ইউ পি চেয়ারম্যান/ শরনার্থী প্রতিনিধি/হেডম্যানের নিকট হতে লিখিত প্রতিবেদন নিতে হবে।

বাস্তবায়নে :- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সদর।

৮। প্রত্যাগত শরনার্থীদের ঋন মওকুফ :-

৬৪২ জনের ঋন মওকুফের বিষয়টি বর্তমানে আনঃ মন্ত্রণালয় সভায় নিষ্পত্তিযোগ্য বিধায় মন্ত্রণাল ২৭-৪-২০০০ইং তারিখের ১০২ সংখ্যক স্মারকে পুনঃ অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৯। ক্যাম্প অপসারন :-

রিজিয়ন কমান্ডর, খাগড়াছড়ি জানান যে, আগামী ৬ই জুন, ২০০০ নাগাদ আরো ৮টি ক্যাম্প অপসারন করা হবে। তাতে মোট ৫০টি ক্যাম্প অপসারিত হবে।

১০। ৫২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রসংগে :-

৫২টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক ব্যক্তিগত উদ্যোগ অব্যাহত আছে।

১১। চাকুরী সংক্রান্ত প্রক্রিয়াধীন আবেদন সম্পর্কে :-

আলোচনা :-

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, সরকারী অফিসে অনিষ্পন্ন ৭টি আবেদনের মধ্যে সামরিক আদালতে দন্ডপ্রাপ্ত সর্বজনাব অক্ষয়মনি চাকমা ও অরবিন্দ চাকমার চাকুরী পুনর্বহালের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে অনুমতি পাওয়া গেছে। কেবল ক্ষমা মন্জুরের অপেক্ষায়। ক্ষমা মন্জুরের জন্য সংশ্লিষ্ট মামলার কাগজপত্র এখনও সংগ্রহ করা যায়নি। সঞ্চয়কেত চাকমার চাকুরী প্রকল্পের বিপরীতে বিধায় পুনর্বহালযোগ্য নয় মর্মে বিসিক কর্তৃপক্ষ জানান। প্রতাপ সিং চাকমার চাকুরী মেসেন্জারের পদে সোনালী ব্যাংক পানছড়ি শাখায়, উপায়ন চাকমার চাকুরী কার্য সহকারী পদে সওজ, দীঘিনালা এবং প্রকৃতি রন্জন চাকমার চাকুরী ক্যাশিয়ার পদে সোনালী ব্যাংক ঢাকায় প্রক্রিয়াধীন। হারুন মনি চাকমার চাকুরী ইউ পি সচিব পদে পুর্নবহালের জন্য জেলা প্রশাসনের নিকট প্রক্রিয়াধীন। খাগড়াছড়ি জেলার ৩৪টি ইউ পি সচিব পদে ৩৪ জন কর্মরত আছেন বিধায় হারুন মনিকে পুনর্বহালের জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত :- প্রক্রিয়াধীন চাকুরীর আবেদনগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। হারুন মনি চাকমার চাকুরী পুর্নবহালের ব্যাপারে বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহন করা যায় কিনা সে ব্যাপারে জেলা প্রশাসক খাগড়াছড়ি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। রাংগামাটিতে ইউ পি সচিবের কোন পদ খালি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় জানানোর জন্য জেলা প্রশাসক, রাংগামাটিকে অনুরোধ জানান হয়।

বাস্তবায়নে :- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

১২। পুর্ন চন্দ্র চাকমার ক্ষমা মন্জুর প্রসংগে :-

আলোচনা :-

জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, পুর্ন চন্দ্র চাকমার ক্ষমা মন্জুরের লক্ষে বিগত সভার সিদ্ধান্ত

মতে জেলা প্রশাসক, রাংগামাটিকে ১৭-৪-২০০০ইং তারিখের ৮৭ সংখ্যক স্মারকে পত্র লেখা হয়। চাহিত তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। সদস্য-সচিব এর এক প্রশ্নের জবাবে জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি জানান যে, উক্ত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। বিষয়টি সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়িকে আগামী ১০ দিনের মধ্যে জানিয়ে দিতে অনুরোধ করা হয়।

বাস্তবায়নে :- জেলা প্রশাসক, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

১৩। বিবিধ :-

(ক) অ-উপজাতীয় পরিবার স্থানান্তর :-সভাপতির এক প্রশ্নের জবাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দিঘীনালা জানান যে, চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত করতে কমপক্ষে ২ মাস সময়ের প্রয়োজন। স্থানান্তরযোগ্য অ-উপজাতীয় পরিবারের চূড়ান্ত তালিকা প্রস্তুতের লক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দিঘীনালাকে ২ মাস সময় দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) রামগড় উপজেলার ৪টি অ-উপজাতীয় পরিবারের জন্য কোন বরাদ্দ এখনও মন্ত্রণালয় হতে পাওয়া যায়নি। বিগত সভার সিদ্ধান্ত মতে মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখা হয়েছে। পুনঃ স্মারনিকা দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়নে :- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, দিঘীনালা।

(গ) রাংগামাটি জেলায় আলাদাভাবে খাদ্যশস্য বরাদ্দ করন :- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি জানান যে, অতিরিক্ত কোন খাদ্যশস্য এখনও মন্ত্রণালয় হতে বরাদ্দ পাওয়া যায়নি।

(ঘ) পুস্তিকা প্রকাশনা :- টাস্ক ফোর্স চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব জানান যে, পুস্তিকা প্রকাশনার কাজ ৫০% শেষ হয়েছে। আগামী ১৫/২০ দিনের মধ্যে বাকী কাজ সম্পন্ন হবে। পুস্তিকা প্রকাশনার ব্যাপারে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি সম্পাদন পরিষদ গঠন করা হয়। পার্বত্য ৩টি জেলার জেলা প্রশাসকগন উক্ত পরিষদে থাকবেন। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি উক্ত পরিষদের আহবায়ক থাকবেন। এবং কমিটি প্রয়োজনে আরো সদস্য কো-অপট করতে পারবেন।

সিদ্ধান্ত :- আগামী মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে খসড়া পুস্তিকা প্রস্তুত পূর্বক কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ ও সদস্য-সচিব, টাস্ক ফোর্স মহোদয়ের নিকট জমা দিতে হবে।

বাস্তবায়নে :- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।

(ঙ) মন্ত্রণালয় হতে বিভাগীয় কমিশনারের নিকট ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা পরিবহন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল যা অব্যয়িত রয়েছে। উক্ত টাকা বর্তমানে খাত পরিবর্তন করে সদস্য-সচিব এর দাপ্তরিক কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষে উক্ত টাকা দিয়ে কম্পিউটার ফটোকপিয়ার ও অফিসের অন্যান্য উপকরন কেনা যেতে পারে।

চলমান পাতা -৯

সিদ্ধান্ত :- কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ এর বরাবরে ন্যস্ত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা উপরোক্ত কার্যক্রমের লক্ষে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র লেখতে হবে।

বাস্তবায়নে :- জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

(দীপংকর তালুকদার, এম.পি)
চেয়ারম্যান
ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা
গ্রহন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।

স্মারক নং-সা/১৩-১/৯৯-৪২৬(৫৭) — তারিখ :- ১৬-৫-২০০০খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য প্রেরন করা হইল :-

১-৩। চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৪। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রধানমন্ত্রীর মূখ্য-সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৬। জনাব বীর বাহাদুর, মাননীয় সংসদ সদস্য, বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৭। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, ~~পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।~~
৯। জি,ও,সি, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস, চট্টগ্রাম।
১০-১৩। রিজিয়ন কমান্ডার, খাগড়াছড়ি/গুইমারা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা/কাপ্তাই, রাংগামাটি, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।
১৪-১৬। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
১৭-১৯। পুলিশ সুপার, খাগড়াছড়ি/রাংগামাটি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
২০। একান্ত সচিব, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় চীফ হুইপ, হুইপ মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২১। একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২২। জনাব রুহুল আমিন, সদস্য, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা। পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি।
২৩। জনাব বিনোদ বিহারী চাকমা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি।
২৪। জনাব জুয়েল বম, বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রতিনিধি।
২৫-৪৯। থানা নির্বাহী অফিসার ....(সকল)/রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৫০-৫২। চেয়ারম্যান, পৌরসভা, রাংগামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান পার্বত্য জেলা।
৫৩। একান্ত সচিব, চেয়ারম্যান, টাস্কফোর্স, চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
৫৪। জনাব উপেন্দ্র লাল চাকমা, সভাপতি, জুম্ম শরনার্থী কল্যান সমিতি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।
৫৫। জনাব সুধা সিন্ধু খীসা, প্রতিনিধি, জনসংহতি সমিতি, খাগড়াছড়ি।
৫৬। জনাব বকুল চন্দ্র চাকমা, সদস্য, শরনার্থী প্রতিনিধি।
৫৭। অফিস নথি।

২৫/৫/২০০০

(এ এস এম মোবাইদুল ইসলাম)
কমিশনার
চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম
ও
সদস্য-সচিব
ভারত প্রত্যাগত শরনার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং
অভ্যন্তরীন উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন এর ব্যবস্থা
গ্রহন সংক্রান্ত টাস্কফোর্স।